



27003 - নাক থেকে নরিগত রক্ত যদি গলায় পড়েছে যায়

প্রশ্ন

নাক থেকে নরিগত রক্ত গলার ভেতরে চলে গেলে; সটো যদি যৎসামান্য হয়; এতে করে কি রোযা ভাঙবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি রক্তটি রোযাদারের অনচ্ছায় পটে চলে যায় এতে করে রোযা ভাঙবে না। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে আমাদরে প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করিতাহলে আমাদরেকে শাস্ত দিবনে না। আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যরে বাইরে দায়তিবারোপ করনে না। সে যা (ভাল) উপার্জন করছে এর সুফল সে পাবে, আবার যা (মন্দ) উপার্জন করছে এর কুফলও সে ভোগ করবে।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬] হাদসি এসছে যে, আল্লাহ তাআলা বলছেন: আমি তা করছি। অর্থাৎ আমি তোমাদরেকে পাকড়াও করব না।

আর যদি সটোক প্রতরিধে করা কিংবা বরে করে ফলে দেয়া ব্যক্তরি সাধ্যে ছলি; কন্তু সে তা করনে, বরং ইচ্ছা করে গলি ফলেছে, তাহলে এতে করে তার রোযা ভেঙে যাবে। দলি হচ্ছ লাকীত বনি সাবুরা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দাও; যদি না তুমি রোযাদার হও” [সুনানে আবু দাউদ (২৩৬৬) ও সুনানে তরিমযি (৭৮৮), সুনানে নাসাই (৮৭) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (৪০৭)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এই হাদসি প্রমাণ করে যে, রোযাদার ব্যক্তরি নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টতা অবলম্বন করবে না। আমরা এই নযিধোজ্জাওয়ার যে কারণটি বুঝি সটো হলো প্রকৃষ্টভাবে নাকে পানি দেয়া পানি পটে চলে যাওয়ার মাধ্যম। পানি পটে যাওয়া রোযা ভাঙকারী। এর ভিত্তিতে আমরা বলব: যা কিছু নাকরে মধ্য দিয়ে পটে প্রবশে করবে সেগুলো রোযা ভাঙকারী। [আল-শারহুল মুমতী (৬/৩৭৯)]